# এমএসএস খবর

অক্টোবর, ২০২৩ সংখ্যা

MSS
Working for the People

## অক্টোবর জুড়ে ৭ জেলায় ৫,৩৫৮ জনকে ইসিপির বিনামূল্যে চক্ষুসেবা

সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে চক্ষুসেবা পৌঁছে দিতে অক্টোবর মাসব্যাপী সারা দেশে ১৩টি চক্ষু শিবির বাস্তবায়ন করে প্রায় ৫,৩৫৮ জন সেবাপ্রার্থীকে বিনামূল্যে চক্ষুসেবা প্রদান করেছে মানবিক সাহায্য সংস্থার আই কেয়ার প্রোগ্রাম। রংপুর, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা ও নীলফামারীর বিভিন্ন উপজেলায় চক্ষু শিবির পরিচালনার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল সেবাপ্রত্যাশীদের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, চক্ষু স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

এসব চক্ষু শিবিরে মোট ১,০৪৪ জন রোগীর প্রয়োজনীয় প্রেসক্রিপশনসহ চশমা প্রদান করা হয়। এছাড়া সংস্থার সহযোগী হাসপাতালগুলোতে প্রায় ১,৫৯৩ এর বেশি রোগীর চোখের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চক্ষুসেবার পাশাপাশি সচেতনতামূলক প্রচারনার অংশ হিসাবে সাধারন মানুষের মাঝে লিফলেট ও পোষ্টার বিতরন করা হয়।

উল্লেখ্য, মানবিক সাহায্য সংস্থার আই কেয়ার প্রোগ্রাম জুলাই ২০১৪ থেকে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪১৭ টি চক্ষু শিবির বাস্তবায়ন করে ১৯৫,১১৭ জন রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষুসেবাসহ ১৮,৯৪৩ জনের সার্জারি সম্পন্ন করেছে।

## এমটিআই এ কোর্স সম্পন্নকারী ২৫ শিক্ষার্থীর মাঝে সরকারি সার্টিফিকেট বিতরণ

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত ও মানবিক সাহায্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এমএসএস টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (এমটিআই) এ কোর্স সম্পন্নকারী ও সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে গত ৩০ অক্টোবর সরকারি সার্টিফিকেট (এনটিভিকিউএফ লেভেল-১) বিতরণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে এমটিআই এর সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীরা। সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এমটিআই এর অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ হাসিবুল হাসান বলেন, "আমরা সব সময় শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। আমার বিশ্বাস আজ যেসব শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছে তারা স্ব স্ব কর্মস্থলে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখবে কেননা আমরা তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কারখানার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখি।"

উল্লেখ্য, এমএসএস টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (এমটিআই) একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে তরুণ-তরুণীদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে গ্রাফিক ডিজাইন, কম্পিউটার অপারেশন, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

## রাজশাহীতে ২০০ শিশুর অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মানবিক সাহায্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত রাজশাহী অঞ্চলের ১০টি শিশুকানন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশের লক্ষ্যে গত ১৬ অক্টোবর ৩-৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ আয়োজন করা হয় এবং প্রতিযোগিতা শেষে ১০ জন বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীরা তাদের আঁকা ছবি নিয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত।

অভিভাবকেরা এমন উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, "শিশুরা সব সময় নতুন কিছু শিখতে ভালোবাসে। তারা আজ নিজেদের মতো করে বিভিন্ন ছবি এঁকেছে যা একদিকে তাদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করছে তেমনই তাদের পড়াশোনায় আরো আগ্রহী করতেও ভূমিকা রাখছে। আমি চাইবো ভবিষ্যতেও যেন শিশুদের জন্য এমন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।"

উল্লেখ্য, পাঠক্রম বর্হিভূত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে নিয়মিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিশুকানন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়।

## অদম্য দেলোয়ারের হার না মানার গল্প

অভাবের সংসারে মাত্র ১৪ বছর বয়সে অষ্টম শ্রেণীতে থাকাকালীন বাবার সাথে পরিবারের হাল ধরেন দেলোয়ার হোসেন। এরপর আর স্কুলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি তার। একটি কাপড় তৈরির কারখানায় বাবার সাথে যোগালীর কাজ শুরু করেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ বাবার মৃত্যুতে মা ও ছোট ভাইদের দেখভালের দায়িত্ব পড়ে দেলোয়ারের কাঁধে। অতিরিক্ত কাজ করে সংসারে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়ার নতুন সংগ্রাম শুরু হয় তার।

কারখানায় শ্রমিকের কাজ করলেও সব সময় নিজের একটি কারখানার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে কারখানায় কাজের পাশাপাশি টাকা ধার করে দুটি মেশিন কিনে কাপড় তৈরি শুরু করেন দেলোয়ার। তিনি বুঝতে পারেন স্বপ্ন পূরণে তাকে অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। নিজের স্বপ্নের পালে হাওয়া দিতে দেলোয়ার মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) থেকে ৩০০,০০০ টাকা ঋন নিয়ে নতুন ৬টি মেশিন ক্রয় করেন। এরপর ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে দেলোয়ারের ভাগ্যের চাকা। নরসিংদীর সন্তান দেলোয়ার হোসেন এমএসএস ৮নং জোনের ২৪নং এরিয়ার ৩৩নং শাখার সদস্য।

বর্তমানে তিনি 'মেসার্স ফারজানা বস্ত্র বিতান' নামক একটি কারখানার সত্ত্বাধিকারী যেখানে ৪৬টি মেশিন নিজে তদারকি ছাড়াও ৩৮টি মেশিন ভাড়ায় চালাচ্ছেন। সকল খরচ বাদে বর্তমানে দেলোয়ারের মাসিক আয় ৬-৭ লক্ষ টাকা। ছোট ভাইদের পড়াশোনার খরচ চালানোর পাশাপাশি ইতোমধ্যে তিনি ১০ শতাংশ জমি কিনে বাড়ি করেছেন।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানতে চাইলে দেলোয়ার বলেন, "আমি অনেক কষ্ট করে আজকের অবস্থানে এসেছি। আমি আমার কষ্টের দিনের কথা ভুলে যাইনি। আমার খারাপ সময়ে পাশে থাকার জন্য আমি সব সময় এমএসএস এর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি আমার প্রতিষ্ঠানকে আরো বৃহৎ রূপ দিয়ে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান করতে চাই।"

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org